ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

‘দুর্যোগ মোকাবেলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়: ঘূর্ণিঝড় আমফানসহ সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা’ শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনের ওপর কিছু প্রশ্ন ও উত্তর (FAQ)

প্রশ্ন ১: টিআইবি কেন এই গবেষণাটি পরিচালনার উদ্যোগ নিয়েছে?

উত্তর: জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। জলবায়ু ঝুঁকি সূচক ২০১৯ অনুসারে ঘূর্ণিঝড়, বন্যা ও জলোচ্ছ্বাসসহ অন্যান্য দুর্যোগের ফলে সবচেয়ে আক্রান্ত দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান সপ্তম। উল্লেখ্য, গত ১৬ বছরে (১৯৯১-২০০৬) ৬টি ঘূর্ণিঝড় সংঘটিত হলেও পরবর্তী ১৪ বছরে (২০০৭-২০২০) ১৫টির অধিক ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে এ ধরনের দুর্যোগ ও ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রাণহানির সংখ্যা কমলেও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগের সংখ্যা বাড়ছে। বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস জনিত বার্ষিক গড় ক্ষতি ৩.২ বিলিয়ন ডলার যা মোট জিডিপির ২.২ শতাংশ। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টে (এসডিজি ২০৩০) বাংলাদেশে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য কার্যকর কর্মসূচি গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে ‘অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনা’র (লক্ষ্য ১১.৫) অঙ্গীকার করা হয়েছে। দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী এবং প্যারিস চুক্তিসহ দুর্যোগ বিষয়ক বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক আইন ও নীতিমালা ও চুক্তিতে দুর্যোগে কার্যকর সাড়া প্রদান করা, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় সুশাসন নিশ্চিত করা এবং ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনার জন্য বাংলাদেশ সরকার অঙ্গীকার করেছে। তবে এসব অঙ্গীকার এবং করণীয় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনা থাকলেও পূর্বে সংঘটিত বিভিন্ন দুর্যোগসহ সর্বশেষ ঘূর্ণিঝড় আমফান মোকাবেলায় সুশাসনের ঘাটতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মডেল আন্তর্জাতিকভাবে নন্দিত ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনুসৃত হলেও সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ সুশাসনের দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সিডর (২০০৭) এবং আইলার (২০০৯) পর গত ১২ বছরে দুর্যোগ মোকাবেলায় সুশাসন চর্চায় কতটুকু অগ্রগতি হয়েছে তার ওপর বিস্তারিত গবেষণার ঘাটতি রয়েছে। ইতোপূর্বে টিআইবির জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন বিষয়ে পরিচালিত নানাবিধ গবেষণায় সুশাসনের ঘাটতি ও জলবায়ু অর্থায়ন ব্যবহারে নানাবিধ অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগের বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়েছে (টিআইবি ২০১৩, ২০১৭)। জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন নিশ্চিতে টিআইবির ধারাবাহিক প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে বর্তমান গবেষণাটি সম্পন্ন করা হয়েছে, যা ঘূর্ণিঝড় আমফানসহ সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা থেকে দুর্যোগ মোকাবেলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করে তা থেকে উত্তরণে সহায়ক হবে।

প্রশ্ন ২: এই গবেষণার উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো সাম্প্রতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সুশাসনের অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জসমূহ পর্যালোচনা করা। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হলো-

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত অঙ্গীকার, আইন, নীতি ও আদেশাবলীর বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করা;
- আমফানের অভিজ্ঞতার সাথে পূর্বে সংঘটিত ৪টি দুর্যোগ মোকাবেলায় সরকার গৃহীত কার্যক্রমে সুশাসনের অগ্রগতি ও ঘাটতিসমূহ সামষ্টিক অভিজ্ঞতার আলোকে বিশ্লেষণ করা; এবং
- গবেষণায় প্রাপ্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সুপারিশ প্রদান করা।

প্রশ্ন ৩: এই গবেষণার পদ্ধতি ও তথ্যের উৎস কি?

উত্তর: এটি একটি গুণগত গবেষণা, তবে প্রয়োজন অনুযায়ী সংখ্যাগত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণাটিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্যের উৎসের মধ্যে মুখ্য তথ্যদাতা হিসেবে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা; জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা; পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তা; ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)’র প্রতিনিধি; ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার; স্থানীয় সাংবাদিক, জনপ্রতিনিধি ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। আমফান সংক্রান্ত প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (ডিডিএম) এর তথ্যানুযায়ী সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ৬টি জেলার মোট ১৩টি উপজেলাকে নির্বাচন করা হয়েছে।

এছাড়া পরোক্ষ তথ্য সংগ্রহের অংশ হিসেবে গণমাধ্যমে প্রচারিত সংবাদ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের প্রকাশিত প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালা পর্যালোচনা করা হয়। আমফান সংক্রান্ত তথ্যের সাথে ইতোপূর্বে টিআইবি পরিচালিত দুর্যোগ বিষয়ক গবেষণা- সিডর, আইলা, রোয়ানু, বন্যা-২০১৯ তে প্রাপ্ত ফলাফল গবেষণাপত্রটিতে ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৪: এই গবেষণার সময়কাল কি?

উত্তর: মে ১৮ থেকে ২৩ ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত সময়ে এই গবেষণার তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৫: গবেষণায় বিশ্লেষিত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা কতটুকু?

উত্তর: এ গবেষণায় বিশ্লেষণকৃত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা এবং সংগৃহীত তথ্যের মধ্যে সামঞ্জস্যতা পর্যবেক্ষণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়সহ সম্ভাব্য সকল সূত্র থেকে তথ্য যাচাই (ট্রায়াঙ্গুলেশন) করা হয়েছে। এছাড়া তথ্যসমূহের আভ্যন্তরীণ সঙ্গতি এবং সংশ্লিষ্ট/প্রাসঙ্গিক তথ্যের সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত করা হয়েছে। যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে নিশ্চিত হবার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, গবেষণা দলকে প্রদত্ত তথ্য এবং সংশ্লিষ্ট নথিসমূহ পর্যালোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৫: এই গবেষণায় সুশাসনের কোন কোন নির্দেশক ব্যবহার করা হয়েছে?

উত্তর: বিভিন্ন গবেষণায় বহুল ব্যবহৃত সুশাসনের ৭টি নির্দেশকের আলোকে এই গবেষণার বিশ্লেষণ কাঠামো তৈরি করা হয়েছে। এই গবেষণায় সুশাসনের ৭টি নির্দেশক - আইন ও নীতি'র প্রতিপালন, স্বচ্ছতা, সক্ষমতা, জবাবদিহিতা, অংশগ্রহণ, অনিয়ম-দুর্নীতি এবং সমন্বয়ের আলোকে গবেষণার তথ্য-উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আইন ও নীতি'র প্রতিপালন এর মধ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত অঙ্গীকার, আইন, নীতি ও আদেশাবলীর বাস্তবায়ন বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে। সুশাসনের অন্যতম নির্দেশক স্বচ্ছতার অধীনে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগের পূর্বাভাস সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ, আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা, ত্রাণ ও সুবিধাভোগীর তালিকা সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ এবং দুর্যোগ সংক্রান্ত তথ্য প্রদানে হটলাইন সেবা বিষয়সমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া সক্ষমতার আওতায় সতর্কবার্তা প্রচার, পর্যাপ্ত আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, জরুরি উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা, ত্রাণের চাহিদা নিরূপণ, মজুদ ও বিতরণ এবং পুনর্বাসন এবং দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো মেরামতে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষমতার বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে। সুশাসনের অন্যতম সূচক জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ স্থাপনা ও অবকাঠামো সময়মতো চিহ্নিতকরণ ও মেরামত, দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি, ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী শনাক্তকরণ, আশ্রয়কেন্দ্রের যথাযথ ব্যবস্থাপনা, গৃহস্থালী সম্পদ, কৃষি ও প্রাণিসম্পদ রক্ষায় প্রস্তুতি, ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ যথাযথভাবে নিরূপণ এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম তদারকি, অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থাসমূহ বিবেচনায় নিয়ে তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অংশগ্রহণের মধ্যে দুর্যোগ সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ, সংস্কার, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা এবং ত্রাণ বিতরণ এবং পুনর্বাসন কার্যক্রমসমূহ আলোচনা করা হয়েছে। অনিয়ম-দুর্নীতির অধীনে ত্রাণ বিতরণ ও পুর্নবাসন কার্যক্রমে অনিয়ম ও দুর্নীতি এবং দুর্যোগ সহনশীল অবকাঠামো (বাঁধ/আশ্রয়কেন্দ্র/রাস্তা ইত্যাদি) নির্মাণে অনিয়ম ও দুর্নীতির তথ্যসমুহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি এবং পরবর্তী কার্যক্রমে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়ের বিষয়সমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৬: এই গবেষণার সার্বিক পর্যবেক্ষণসমূহ কি কি?

উত্তর: এই গবেষণার সার্বিক পর্যবেক্ষণসমূহ হলো–

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার, জাতীয় আইন, নীতি এবং আদেশাবলী প্রতিপালনে কার্যকর উদ্যোগে ঘাটতি;
- দুর্যোগ পূর্বাভাস প্রচারে আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় না থাকায় কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদান; ফলে স্থানীয় পর্যায়ে জরুরি সতর্কবার্তা প্রচারে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি;
- দুর্যোগ সহনশীল অবকাঠামো (আশ্রয়কেন্দ্র, বাঁধ, রাস্তা ইত্যাদি) নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণে অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে জনদুর্ভোগ ও অর্থনৈতিক ক্ষয়-ক্ষতি বৃদ্ধি হলেও অভিযুক্ত সংস্থাগুলোকে জবাবদিহিতার আওতায় না আনা;
- ত্রাণের চাহিদা যাচাই, উপকারভোগী নির্বাচন ও বিতরণ কার্যক্রমে দুর্নীতি ও অনিয়ম এবং স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, ন্যায্যতা ও জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিত না হওয়ায় প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের ত্রাণ সহায়তা থেকে বঞ্চিত হওয়া;
- স্থানীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা এবং আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের ঘাটতির কারণে দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতির প্রকৃত হিসাব ও ত্রাণের চাহিদা নিরূপণ এবং কার্যকর সমন্বিত পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা করতে না পারা;
- তাৎক্ষনিক ও দীর্ঘমেয়াদী পুনর্বাসনের উদ্যোগ না নেওয়ায় অতিদরিদ্র শ্রেণির একটি অংশের বাস্তুচ্যুত হয়ে নিকটবর্তী শহরে এবং রাজধানীতে অভিবাসন; আরও নতুন জলবায়ু তাড়িত বাস্তুচ্যুতি এবং অভ্যন্তরীণ অভিবাসন বৃদ্ধির আশংকা; এবং

- দুর্যোগ মোকাবেলা ও ব্যবস্থাপনায় সুশাসন নিশ্চিতে ইতোপূর্বে পরিচালিত গবেষণার সুপারিশ পুরোপুরি আমলে না নেওয়া এবং বাস্তবায়ন না করার ফলে সাম্প্রতিক দুর্যোগেও পূর্বের চিহ্নিত ঘাটতিসমূহের পুনরাবৃত্তি।

প্রশ্ন ৭: এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে সুপারিশসমূহ কি?

উত্তর: এই গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল ও তথ্য বিশ্লেষণের ভিত্তিতে ঘূর্ণিঝড় আমফানসহ সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা থেকে দুর্যোগ মোকাবেলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করে তা থেকে উত্তরণে টিআইবি ১২ দফা সুপারিশ প্রস্তাব করে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে-

- বিদ্যমান সতর্কবার্তা প্রদান পদ্ধতি হালনাগাদ করে সাধারণ জনগণের বোধগম্য ভাষায় প্রচার করতে হবে এবং এক্ষেত্রে বিভ্রান্তি এড়াতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্তৃপক্ষকে সতর্কতার সাথে বার্তা প্রচার করা;
- ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলসমূহকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে যথাসময়ে পূর্বাভাস ও সতর্কবার্তা প্রদান করা;
- অধিকতর বিপদাপন্ন পরিবার ও এলাকাকে প্রাধান্য দিয়ে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম স্বচ্ছতার সাথে পরিচালনা করা;
- ত্রাণ ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত তথ্য জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে তথ্য বাতায়নের মাধ্যেমে জনগণের জন্য উন্মুক্ত করা;
- আপদকালীন পরিস্থিতি ও দুর্যোগের সম্ভাব্য ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে স্থানীয় পর্যায়ের কমিটি, স্বেচ্ছাসেবক দল ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনের কার্যকর অংশগ্রহণে দুর্যোগ প্রস্তুতি গ্রহণ করা;
- নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ সুবিধা সম্বলিত এবং এলাকা ভিত্তিক পর্যাপ্ত আশ্রয়কেন্দ্র নিশ্চিত করা;
- আশ্রয়প্রার্থীদের সংখ্যা বিবেচনায় নিয়ে আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে পর্যাপ্ত খাদ্য, পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ও জরুরি চিকিৎসা সেবার প্রস্তুতি গ্রহণ এবং তা সরবরাহ নিশ্চিত করা;
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর নেতৃত্বাধীন "অংশগ্রহণমূলক" পদ্ধতিতে দুর্যোগ সহনশীল এবং টেকসই অবকাঠামো যেমন আশ্রয়কেন্দ্র, স্থায়ী বাঁধ ও পোল্ডার নির্মাণ, সংস্কার ও পুনঃনির্মাণ করা;
- প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রিতাসহ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রমে দুর্নীতি, অনিয়ম এবং অপচয় বন্ধে জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা;
- প্রকাশিত অনিয়ম-দুর্নীতির স্বচ্ছ তদন্ত সাপেক্ষে দোষীদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ও ফৌজদারী ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা;
- দুর্যোগের ফলে বাস্তুচ্যুত পরিবারগুলোর জীবিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা, নতুন জীবিকার সুযোগ সৃষ্টি এবং দুর্যোগ মোকাবেলায় তাদের সক্ষমতা তৈরিতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা; এবং
- দুর্যোগ মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা বিশেষ করে নেদারল্যান্ডের মত দেশের পানি ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে উপকূলীয় অঞ্চলকে সুরক্ষার জন্য একটি মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করা ইত্যাদি।

প্রশ্ন ৮: সংশ্লিষ্ট অংশীজনকে অবহিত করা হয়েছিল কি?

উত্তর: ইতোপূর্বে ঘূর্ণিঝড় সিডর, আইলা, রোয়ানু ও বন্যা-২০১৯ বিষয়ক টিআইবি পরিচালিত গবেষণায় সংশ্লিষ্ট অংশীজনকে অবহিত করা হয়েছিলো। ঘূর্ণিঝড় আমফানেও আক্রান্ত ছয়টি জেলার জেলা প্রশাসক এবং জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কর্মকর্তাসহ ১৩টি উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাদের এ গবেষণার বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৯: এই গবেষণায় প্রাপ্ত অনিয়ম ও দুর্নীতির তথ্য সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য কি?

উত্তর: এই গবেষণা প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্য ও ফলাফল গবেষণায় সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য নয়, তবে উপস্থাপিত তথ্য সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসহ অনিয়ম ও দুর্নীতি সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়।

প্রশ্ন ১০: টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন কি সকলের জন্য উন্মুক্ত?

উত্তর: টিআইবি স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের নীতি অবলম্বন করে থাকে। টিআইবির কাঠামো, ব্যবস্থাপনা, কর্মকৌশল ও পরিকল্পনা, চলতি কার্যক্রম, প্রতিবেদন ও মূল্যায়ন, সকল পলিসি সংক্রান্ত নথি, বাজেট, অর্থ হিসাব সম্পর্কিত সকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত ও টিআইবির ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। এছাড়া জনগণের তথ্য অধিকারের অংশীজন হিসেবে এবং তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে টিআইবির তথ্য সরবরাহের জন্য নির্ধারিত তথ্য কর্মকর্তা রয়েছেন। এ প্রতিবেদন সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে চাইলে ফোন বা ই-মেইলের মাধ্যমে উক্ত তথ্য কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে: ম্যানেজার, রিসোর্স এন্ড ইনফরমেশন সেন্টার, ফোন: ০১৭১৩-০৬৫০১৬, ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org